শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩৬৫ ॥

অনুভাষ্য

বৈষ্ণব—শুদ্ধভক্ত মহাজন বা বিদ্বদনুভবী ; বৈষ্ণব-শাস্ত্র—শ্রুতি বা শব্দ-প্রমাণ ; উভয়ের অনুসরণই শ্রৌতপন্থায় অবস্থান। চরম-কল্যাণার্থী ব্যক্তিমাত্রেরই তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই। (ভাঃ ১১।১৯।১৭)—"শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্। প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্ বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে।।"*

ইতি অনুভাষ্যে নবম পরিচ্ছেদ।

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে দক্ষিণদেশতীর্থ-ভ্রমণং নাম নবম-পরিচ্ছেদঃ।

দশম পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভু দক্ষিণ-যাত্রা করিলে সার্ব্বভৌমের সহিত রাজা প্রতাপরুদ্রের অনেক কথোপকথন হয়। রাজা মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে, সার্ব্বভৌম কহিয়াছিলেন যে, মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার সহিত কোনপ্রকারে সাক্ষাৎ করাইয়া দিবেন। মহাপ্রভু প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাশীমিশ্রের গৃহে বাস করিলেন। সার্ব্বভৌম শ্রীমহাপ্রভুর নিকট ক্ষেত্রবাসি-বৈষ্ণবদিগের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রামানন্দের পিতা ভবানন্দরায় মহাপ্রভুর নিকট বাণীনাথ পট্টনায়ককে রাখিলেন। মহাপ্রভু কালাকৃষ্ণদাসের ভট্টথারি-সংযোগ-দোষ ব্যক্ত করিয়া তাহাকে বিদায় দিবার প্রস্তাব করিলে, নিত্যানন্দপ্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণ যুক্তি করিয়া, তাহার দ্বারা শ্রীনবদ্বীপে এবং গৌড়দেশে সর্ব্বত্র প্রভুর প্রত্যাগমন-সংবাদ পাঠাইলেন। নবদ্বীপাদি-স্থানে সংবাদ গেলে ভক্তবৃন্দ প্রভুর দর্শনে আসিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে পরমানন্দপুরী নদীয়া-নগরে আসিয়া প্রভুর নীলাচলে পৌঁছান-সংবাদ-শ্রবণে দ্বিজ কমলাকান্তকে সঙ্গে করিয়া পুরুষোত্তমে মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। নবদ্বীপবাসী পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য্য বারাণসীতে 'চৈতন্যানন্দ' গুরুর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করত 'স্বরূপ'-নাম গ্রহণ-পূর্ব্বক নীলাচলে মহাপ্রভুর চরণে উপস্থিত হইলেন। শ্রীঈশ্বর-পুরীর দেহান্তে তদীয় দাস 'গোবিন্দ' তদাজ্ঞায় মহাপ্রভুর নিকট পৌঁছিলেন। কেশব-ভারতীর সম্পর্কে ব্রহ্মানন্দ-ভারতী—প্রভুর মান্য ; তিনি উপস্থিত হইলে প্রভু কৃপা করিয়া তাঁহার চর্ম্মাম্বর ছাড়াইলেন। প্রভুর প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ মহাপ্রভুর মাহাত্ম্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করায় মহাপ্রভু সে-কথাকে 'অতিস্তুতি' বলিয়া অনাদর করিলেন। (ইতোমধ্যে একদিন) কাশীশ্বর গোস্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পরিচ্ছেদে, সমুদ্রে নদ-নদী-মিলনের ন্যায় মহাপ্রভুর সহিত বহুদেশস্থিত ভক্তগণের মিলন বর্ণিত হইয়াছে। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

ভক্তজীবনধন গৌরের প্রণাম ঃ—

তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

প্রভুর দক্ষিণ-ভ্রমণ-কালে রাজা প্রতাপরুদ্র ও সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সংলাপ ঃ—

পূর্ব্বে যবে মহাপ্রভু চলিলা দক্ষিণে।
প্রতাপরুদ্র রাজা তবে বোলাইল সার্ব্বভৌমে ॥ ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি স্বীয় দর্শনামৃত-বর্ষণদ্বারা বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিদ্বারা ম্লানভূত ভক্ত-শস্যগণকে জীবিত করিয়াছিলেন, সেই গৌররূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি।

অনুভাষ্য

১। যঃ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ) স্বস্য (নিজশ্রীমূর্ত্তেঃ) দর্শনামৃতৈঃ (নিজদর্শনান্যেব অমৃতানি পীযূষাণি তৈঃ) বিচ্ছেদাবগ্রহ-ম্লানভক্তশস্যানি (বিচ্ছেদঃ অনুপস্থিতিজন্য-বিরহঃ এব অবগ্রহঃ

* *শ্রুতি, প্রত্যক্ষ, ঐতিহ্য ও অনুমান—এই প্রমাণ চতুষ্টয়দ্বারা স্বর্গাদি-ভোগরূপ বিকল্পসকলের সার্ব্বকালিক অবস্থানের অভাব অর্থাৎ নশ্বরতা দৃষ্ট হওয়ায় জীব তাহা হইতে বিরক্ত হইয়া থাকেন।*

রাজার প্রভুর পরিচয়-জিজ্ঞাসা ও তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষা ঃ—

বসিতে আসন দিল করি' নমস্কারে ।
মহাপ্রভুর বার্ত্তা তবে পুছিল তাঁহারে ॥ ৪ ॥
"শুনিলাঙ তোমার ঘরে এক মহাশয় ।
গৌড় হইতে আইলা, তেঁহো—মহা-কৃপাময় ॥ ৫ ॥
তোমারে বহু কৃপা কৈলা, কহে সর্ব্বজন ।
কৃপা করি' করাহ মোরে তাঁহার দর্শন ॥" ৬ ॥

ভট্টের প্রভুর আচরণ-বর্ণন ঃ—

ভট্ট কহে,—"যে শুনিলা সব সত্য হয় ।
তাঁর দর্শন তোমার ঘটন না হয় ॥ ৭ ॥
বিরক্ত সন্ন্যাসী তেঁহো রহেন নির্জ্জনে ।
স্বপ্নেহ না করেন তেঁহো রাজদরশনে ॥ ৮ ॥
তথাপি প্রকারে তোমা করাইতাম দরশন ।
সম্প্রতি করিলা তেঁহো দক্ষিণ গমন ॥" ৯ ॥

রাজকর্ত্তৃক প্রভুর পুরুষোত্তম-পরিত্যাগের কারণ জিজ্ঞাসা ঃ—

রাজা কহে,—"জগন্নাথ ছাড়ি' কেনে গেলা ।"
ভট্ট কহে,—"মহান্তের এই এক লীলা ॥ ১০ ॥

ভট্টাচার্য্যের সদুত্তর ঃ—

তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থভ্রমণ ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন ॥ ১১ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত (১।১৩।১০)—

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ॥ ১২ ॥

দীনতারণই মহান্তের স্বভাব, তদুপরি তিনি স্বেচ্ছাময় পরমেশ্বর ঃ—

বৈষ্ণবের হয় এই এক স্বভাব নিশ্চল ।
তেঁহো জীব নহেন, হন স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥" ১৩ ॥

ভট্টাচার্য্যকে রাজার অনুযোগ ঃ—

রাজা কহে,—"তাঁরে তুমি যাইতে কেনে দিলে ?
পায় পড়ি' যত্ন করি' কেনে না রাখিলে ??" ১৪ ॥

রাজাকে বৈধভক্তের ন্যায় ভট্টের উত্তর প্রদান ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"তেঁহো স্বয়ং ঈশ্বর স্বতন্ত্র ।
সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তেঁহো নহে পরতন্ত্র ॥ ১৫ ॥
তথাপি রাখিতে তাঁরে মহাযত্ন কৈলুঁ ।
ঈশ্বরের স্বতন্ত্র ভাব, রাখিতে নারিলুঁ ॥" ১৬ ॥

মহাপণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের বাক্যে রাজার বিশ্বাস ঃ—

রাজা কহে,—"ভট্ট, তুমি বিজ্ঞশিরোমণি ।
তুমি তাঁরে 'কৃষ্ণ' কহ, তাতে সত্য মানি ॥ ১৭ ॥

রাজার একবার প্রভুদর্শনাকাঙ্ক্ষা ঃ—

পুনরপি ইঁহা তাঁর হৈলে আগমন ।
একবার দেখি' করি সফল নয়ন ॥" ১৮ ॥

প্রভুর শীঘ্র আগমন-বার্ত্তা-জ্ঞাপন ও রাজাকে প্রভুর যোগ্য-বাসস্থান-নির্দ্দেশে অনুরোধ ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"তেঁহো আসিবে অল্পকালে ।
রহিতে তাঁর এক স্থান চাহিয়ে বিরলে ॥ ১৯ ॥
ঠাকুরের নিকট, আর হইবে নির্জ্জনে ।
এমত নির্ণয় করি' দেহ' এক স্থানে ॥" ২০ ॥

রাজার কাশীমিশ্রের ভবন-নির্দ্দেশ ঃ—

রাজা কহে,—"ঐছে কাশীমিশ্রের ভবন ।
ঠাকুরের নিকট, হয় পরম নির্জ্জন ॥" ২১ ॥

প্রভু-দর্শনে রাজার উৎকণ্ঠা ঃ—

এত কহি' রাজা রহে উৎকণ্ঠিত হঞা ।
ভট্টাচার্য্য কাশীমিশ্রে কহিল আসিয়া ॥ ২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩। তীর্থ পবিত্র করিবার জন্য তীর্থভ্রমণ এবং সেই ছলে সাংসারিক-জনকে নিস্তার করা,—বৈষ্ণবের এই একটী নিশ্চল স্বভাব ; বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—'জীব' নহেন, তিনি—স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তথাপি প্রচ্ছন্নরূপে ভক্তাবতার হইয়া বৈষ্ণবদিগের স্বভাব গ্রহণ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

বর্ষণাভাবঃ তেন ম্লানানি ভক্তরূপ-শস্যানি) অজীবয়ৎ (প্রাণদানেন রক্ষয়ামাস) তং গৌরজলদং (শ্রীচৈতন্যমেঘম্) অহং বন্দে।

১০-১১। মধ্য, ৮ম পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য এবং (ভাঃ ৪।৩০।৩৭)—"তেষাং বিচরতাং পদ্ভ্যাং তীর্থানাং পাবনেচ্ছয়া। ভীতস্য কিং ন রোচেত তাবকানাং সমাগমঃ।।"*

১২। আদি, ১ম পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩। শ্রীভাগবতগণ গমন করিয়া তীর্থকে পবিত্র করেন এবং তীর্থবাসী সাংসারিকজনগণকে সেই তীর্থ-গমনছলে উদ্ধার করেন,—ইহাই পরদুঃখদুঃখী শুদ্ধভক্তের নিত্যস্বভাব, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু পরতন্ত্র ভক্তমূর্ত্তিতে লীলা করিলেও স্বয়ং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর। নিশ্চল—অচল, সনাতন, নিত্য।

১৭। মহাজন-বাক্যে বিশ্বাসেই রাজার মঙ্গল ও ভক্ত্যুদয়।

২১। কাশীমিশ্রের ভবন—শ্রীপুরুষোত্তমে মন্দিরের কিছু

** প্রচেতাগণ শ্রীজনার্দ্দনকে বলিলেন,—হে ভগবন্, আপনার ভক্তগণ তীর্থসকলকে পবিত্র করিবার জন্য পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। অতএব সংসার-ভীত কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের সমাগমে অভিরুচি প্রকাশ না করেন?*

কাশীমিশ্রকে রাজাদেশ-জ্ঞাপন ও মিশ্রের আনন্দ ঃ—

কাশীমিশ্র কহে,—"আমি বড় ভাগ্যবান্ ।
মোর গৃহে 'প্রভুপাদের' হবে অবস্থান ॥" ২৩ ॥

পুরীবাসীর প্রভুদর্শনোৎকণ্ঠা ঃ—

এইমত পুরুষোত্তমবাসী সর্ব্বজন ।
প্রভুকে মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত মন ॥ ২৪ ॥

সেবোৎকণ্ঠাই ভক্ত-ভগবানের মিলনসূত্র ; প্রভুর দক্ষিণ হইতে আগমন ঃ—

সর্ব্বলোকের উৎকণ্ঠা যবে অত্যন্ত বাড়িল ।
মহাপ্রভু দক্ষিণ হৈতে ত্বরায় আইল ॥ ২৫ ॥

প্রভুদর্শনজন্য সকলের ভট্টাচার্য্য-সমীপে প্রার্থনা ঃ—

শুনি' আনন্দিত হৈল সবাকার মন ।
সবে আসি' সার্ব্বভৌমে কৈল নিবেদন ॥ ২৬ ॥
"প্রভুর সহিত আমা-সবার করাহ দরশন ।
তোমার প্রসাদে পাই প্রভুর চরণ ॥" ২৭ ॥

কাশীমিশ্র-গৃহে প্রভু-সহ মিলন হইবে বলিয়া আশ্বাস ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"কালি কাশীমিশ্রের ঘরে ।
প্রভু যাইবেন তাঁহা, মিলা'ব সবারে ॥" ২৮ ॥

পরদিন প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ও পাণ্ডাগণ-সহ মিলন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে ।
জগন্নাথ-দরশন কৈল মহারঙ্গে ॥ ২৯ ॥
মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁহা মিলিলা সেবকগণ ।
মহাপ্রভু সবাকারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৩০ ॥

ভট্টাচার্য্যের প্রভুকে কাশীমিশ্র-গৃহে আনয়ন ঃ—

দরশন করি' প্রভু চলিলা বাহিরে ।
ভট্টাচার্য্য আনিল তাঁরে কাশীমিশ্র-ঘরে ॥ ৩১ ॥

প্রভুপদে কাশীমিশ্রের আত্মসমর্পণ ঃ—

কাশীমিশ্র আসি' পড়িল প্রভুর চরণে ।
গৃহ-সহিত আত্মা তাঁরে কৈল নিবেদনে ॥ ৩২ ॥

কাশীমিশ্রের চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি-দর্শন ঃ—

প্রভু চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ।
আত্মসাৎ করি' তারে আলিঙ্গন কৈল ॥ ৩৩ ॥

সকলের আসন-পরিগ্রহ ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁহা বসিলা আসনে ।
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥ ৩৪ ॥

যোগ্যবাসস্থান-নির্ব্বাচন-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ঃ—

সুখী হৈলা দেখি' প্রভু বাসার সংস্থান ।
যেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব্ব-সমাধান ॥ ৩৫ ॥

প্রভুকে গৃহ অঙ্গীকারজন্য প্রার্থনা ঃ—

সার্ব্বভৌম কহে,—"প্রভু, যোগ্য তোমার বাসা ।
তুমি অঙ্গীকার কর,—কাশীমিশ্রের আশা ॥" ৩৬ ॥

প্রভুর নিজভক্ত-বশ্যতা-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভু কহে,—"এই দেহ তোমা-সবাকার ।
যেই তুমি কহ, সেই কর্ত্তব্য আমার ॥" ৩৭ ॥

অনুভাষ্য

দক্ষিণে বালিসাহির অন্তর্গত বর্ত্তমান শ্রীরাধাকান্ত মঠ ; শ্রীমন্ মহাপ্রভু তথায় বাস করিতেন। শ্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য শ্রীগোপাল-গুরু ও তচ্ছিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী তথায় শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। সেই স্থানটী শ্রীজগন্নাথদেব-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ও তৎকালে নির্জ্জন ছিল।

২৩। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তদ্দাসাভিমানি-জীব-মাত্রেই 'প্রভুপাদ' বলিয়া অভিহিত করেন। শ্রীমন্ নিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুদ্বয়ও তদ্রূপ 'প্রভুপাদ' নামে কথিত ; কেননা, সকলেই বিষয়-বিগ্রহ বিষ্ণুতত্ত্ব এবং বিষ্ণুই জীবের নিত্যপ্রভু। আবার কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবও লঘু-শিষ্যের নিকট সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণচৈতন্য' বা 'হরি' স্বরূপ বলিয়া 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' এবং তদ্ব্যতীত অপর শুদ্ধভক্ত বা শুদ্ধবৈষ্ণবমাত্রই সমগ্র শিষ্যস্থানীয় জীবের নিকট 'শ্রীপাদ'-নামে অভিহিত। কিন্তু গুরুদেব ও বৈষ্ণব এবং তাঁহাদের অঙ্গীকৃত শিষ্য, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের নিকট পূজ্য-দ্যোতক 'প্রভু'-শব্দবাচ্য,—এই সৎ-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২। কাশীমিশ্র স্বীয়গৃহ ও স্বীয় সেবাযোগ্য শরীর প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিলেন।

৩৬। কাশীমিশ্রের আশা এই যে, আপনি তাঁহার গৃহে বাসা করেন,—ইহা আপনি কৃপা করিয়া অঙ্গীকার করুন।

অনুভাষ্য

সিদ্ধান্তের প্রচুর ব্যবহার ভাগবত, চরিতামৃত, চৈতন্যভাগবতাদি প্রামাণিক গ্রন্থে ও শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায়ে দৃষ্ট হয়। প্রাকৃত-সহজিয়া অবৈষ্ণব কোন কোন বঞ্চক গোস্বামিব্রুব ও তাঁহাদের মূর্খ বঞ্চিত শিষ্যগণের মধ্যে মুখে 'বৈষ্ণব-দাসানুদাস' 'বৈষ্ণব-দাসাভাস' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারদ্বারা দৈন্যের ছলনা বা কপটতা দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের অন্তরে বিষ্ণুবিরোধমূলে 'প্রভুপাদ' শব্দটীকে শৌক্রসম্বন্ধী ও আপনাদিগেরই একায়ত্ত বলিয়া ধারণা। সুতরাং যথার্থ কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ গুরু বা বৈষ্ণবকে মর্ত্ত্যবুদ্ধি-বশতঃ জাতিবুদ্ধির প্রাবল্য দৃষ্ট হয়,—উহা তাঁহাদের দুর্দ্দৈবের পরিচায়ক ও নিরয়-যাত্রার সহায়ক মাত্র।

ভট্টাচার্য্যের প্রভুকে পুরীবাসি-ভক্তগণের পরিচয়-দান ঃ—

তবে সার্ব্বভৌম প্রভুর দক্ষিণ-পার্শ্বে বসি' ৷
মিলাইতে লাগিলা সব পুরুষোত্তমবাসী ॥ ৩৮ ॥

পুরীবাসীর প্রভুদর্শনোৎকণ্ঠা-জ্ঞাপন ও প্রভুর কৃপার জন্য প্রার্থনা ঃ—

"এই সব লোক, প্রভু, বৈসে নীলাচলে ৷
উৎকণ্ঠিত হঞাছে সবে তোমা মিলিবারে ॥ ৩৯ ॥

প্রভুদর্শন-তৃষ্ণার্ত্ত পুরীবাসী ভক্তগণ ঃ—

তৃষিত চাতক যৈছে করে হাহাকার ৷
তৈছে এই সব,—সবে কর অঙ্গীকার ॥ ৪০ ॥

(১) জনার্দ্দন ঃ—

জগন্নাথ-সেবক এই, নাম—জনার্দ্দন ৷
অনবসরে করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ-সেবন ॥ ৪১ ॥

(২) কৃষ্ণদাস, (৩) শিখি মাহাতি ঃ—

কৃষ্ণদাস-নাম এই সুবর্ণ-বেত্রধারী ৷
শিখি মাহাতি-নাম এই লিখনাধিকারী ॥ ৪২ ॥

(৪) প্রদ্যুম্ন মিশ্র ঃ—

প্রদ্যুম্নমিশ্র ইঁহ বৈষ্ণব-প্রধান ৷
জগন্নাথের মহা-সোয়ার ইঁহ 'দাস' নাম ॥ ৪৩ ॥

(৫) মুরারি মাহাতি ঃ—

মুরারি মাহাতি ইঁহ—শিখি মাহাতির ভাই ৷
তোমার চরণ বিনা আর গতি নাই ॥ ৪৪ ॥

(৬) চন্দনেশ্বর, (৭) সিংহেশ্বর, (৮) মুরারি, (৯) বিষ্ণুদাস ঃ—

চন্দনেশ্বর, সিংহেশ্বর, মুরারি ব্রাহ্মণ ৷
বিষ্ণুদাস,—ইঁহ ধ্যায়ে তোমার চরণ ॥ ৪৫ ॥

(১০) পরমানন্দ ঃ—

'প্রহররাজ' 'মহাপাত্র' ইঁহ মহামতি ৷
পরমানন্দ মহাপাত্র ইঁহার সংহতি ॥ ৪৬ ॥

শুদ্ধবৈষ্ণবই তীর্থালঙ্কার ঃ—

এ-সব বৈষ্ণব—এই ক্ষেত্রের ভূষণ ৷
একান্তভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ ॥" ৪৭ ॥

সকলের প্রভুকে প্রণাম, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

তবে সবে ভূমে পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ৷
সবা আলিঙ্গিলা প্রভু প্রসাদ করিয়া ॥ ৪৮ ॥

(১১) পুত্রচতুষ্টয়সহ ভবানন্দ রায়ের পরিচয়দান ঃ—

হেনকালে আইলা তথা ভবানন্দ রায় ৷
চারিপুত্র-সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায় ॥ ৪৯ ॥
সার্ব্বভৌম কহে,—"এই রায় ভবানন্দ ৷
ইঁহার প্রথম পুত্র—রায় রামানন্দ ॥" ৫০ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন ও রামানন্দ-মহিমা কীর্ত্তন ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ৷
স্তুতি করি' কহে রামানন্দ-বিবরণ ॥ ৫১ ॥
"রামানন্দ-হেন রত্ন যাঁহার তনয় ৷
তাঁহার মহিমা লোকে কহন না যায় ॥ ৫২ ॥

ভবানন্দই পাণ্ডু, তৎপঞ্চপুত্রই পঞ্চপাণ্ডব ঃ—

সাক্ষাৎ পাণ্ডু তুমি, তোমার পত্নী কুন্তী ৷
পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুত্র মহামতি ॥" ৫৩ ॥

ভবানন্দের দৈন্য ; ঈশ্বরকৃপা—জাতিকুল-নিরপেক্ষ ঃ—

রায় কহে,—"আমি শূদ্র, বিষয়ী, অধম ৷
তবু তুমি স্পর্শ,—এই ঈশ্বর-লক্ষণ ॥ ৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪০। পাঠান্তরে—'তৈছে এই সব, সবা কর অঙ্গীকার' অর্থাৎ যেমন তৃষিত চাতক জলের জন্য হাহাকার করে, তদ্রূপ এই সকল উৎকলবাসী তোমার দর্শনের জন্য তৃষিত ; প্রভো, তুমি সবে অর্থাৎ সকলকেই অঙ্গীকার কর।

৪১। অনবসরে—স্নানযাত্রার পর 'নবযৌবন'-দর্শন পর্য্যন্ত অনবসর-সময়।

৪২। লিখন অধিকারী—দেউলকরণ-পদপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী,—যিনি মাত্‌লা-পাঁজি লিখিয়া থাকেন।

৪৩। মহাসোয়ার—মহাসূপকার, প্রধান পাককর্ত্তা, মহানসাধিকারী।

অনুভাষ্য

৪২। শিখি মাহাতি—অন্ত্য, ২য় পঃ ১০৫-১০৬ সংখ্যা এবং আদি, ১০ম পঃ ১৩৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৬। প্রহররাজ—পহরাজ।

অনুভাষ্য

৪৩। প্রদ্যুম্নমিশ্র—অন্ত্য, ৫ম পঃ ; ব্রাহ্মণের বিষ্ণুদাস্যসূচক নামের পশ্চাতে 'দাস'-শব্দটীর ব্যবহার চুল্লিভট্ট সম্মত।

৪৬। প্রহররাজ—উৎকলে রাজগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, মৃত-রাজার মৃত্যু বা অন্ত্যেষ্টিকাল হইতে পরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীর সিংহাসনারোহণ বা অভিষেকের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এক প্রহরকাল ব্যাপিয়া রাজকুলপুরোহিতবংশের কোন ব্যক্তি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিবেন, যাহাতে রাজসিংহাসন শূন্যাবস্থায় পতিত না থাকে। ঐ পুরোহিতগণই বংশানুক্রমে 'প্রহররাজ'-নামে প্রসিদ্ধ।

৪৯। চারিপুত্র—রামানন্দ রায় ব্যতীত বাণীনাথ ও গোপীনাথ, (কলানিধি ও সুধানিধি)-নামক ভ্রাতৃচতুষ্টয়।

ভবানন্দের প্রভুপদে সর্ব্বস্বার্পণ ঃ—

নিজ-গৃহ-বিত্ত-ভৃত্য-পঞ্চপুত্র-সনে।
আত্ম সমর্পিলুঁ আমি তোমার চরণে ॥ ৫৫ ॥

প্রভুপদে বাণীনাথকে অর্পণ ঃ—

এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে।
যবে যেই আজ্ঞা, তাহা করিবে সেবনে ॥ ৫৬ ॥

নিজদাস-জ্ঞানে অঙ্গীকারজন্য ভবানন্দের প্রার্থনা ঃ—

আত্মীয়-জ্ঞানে মোরে সঙ্কোচ না করিবে।
যেই যবে ইচ্ছা, তবে সেই আজ্ঞা দিবে ॥" ৫৭ ॥

প্রভুর কৃপা-বাণী ও অঙ্গীকার ঃ—

প্রভু কহে,—"কি সঙ্কোচ, তুমি নহ পর।
জন্মে জন্মে তুমি আমার সবংশে কিঙ্কর ॥ ৫৮ ॥
দিন-পাঁচ ভিতরে আসিবে রামানন্দ।
তাঁর সঙ্গে পূর্ণ হবে আমার আনন্দ ॥" ৫৯ ॥
এত বলি' প্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন।
তাঁর পুত্র সব শিরে ধরিল চরণ ॥ ৬০ ॥

বাণীনাথকে অঙ্গীকার ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে ঘরে পাঠাইল।
বাণীনাথ-পট্টনায়কে নিকটে রাখিল ॥ ৬১ ॥
ভট্টাচার্য্য সব লোকে বিদায় করাইল।
তবে প্রভু কালা-কৃষ্ণদাসে বোলাইল ॥ ৬২ ॥

কৃষ্ণদাসের পূর্ব্ব-আচরণ-কথন ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্টাচার্য্য, শুনহ ইঁহার চরিত।
দক্ষিণ গিয়াছিল ইঁহ আমার সহিত ॥ ৬৩ ॥
ভট্টথারি-কাছে গেলা আমারে ছাড়িয়া।
ভট্টথারি হৈতে ইঁহারে আনিলুঁ উদ্ধারিয়া ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণদাসকে প্রভুর পরিত্যাগ ঃ—

এবে আমি ইঁহা আনি' করিলাঙ বিদায়।
যাঁহা ইচ্ছা, যাহ, আমা-সনে নাহি আর দায় ॥" ৬৫ ॥

কৃষ্ণদাসের ক্রন্দন ঃ—

এত শুনি' কৃষ্ণদাস কান্দিতে লাগিল।
মধ্যাহ্ন করিতে মহাপ্রভু চলি' গেল ॥ ৬৬ ॥

কৃষ্ণদাসকে নিত্যানন্দাদির নবদ্বীপে প্রেরণের পরামর্শ ঃ—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর।
চারিজনে যুক্তি তবে করিলা অন্তর ॥ ৬৭ ॥

"গৌড়দেশে পাঠাইতে চাহি একজন।
'আই'কে কহিবে যাই, প্রভুর আগমন ॥ ৬৮ ॥
অদ্বৈত-শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ।
সবেই আসিবে শুনি' প্রভুর আগমন ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণদাসকে সান্ত্বনা ঃ—

এই কৃষ্ণদাসে দিব গৌড়ে পাঠাঞা।"
এত কহি' তারে রাখিলেন আশ্বাসিয়া ॥ ৭০ ॥

প্রভুস্থানে অনুমতি-গ্রহণ ঃ—

আর দিনে প্রভুস্থানে কৈল নিবেদন।
"আজ্ঞা দেহ' গৌড়-দেশে পাঠাই একজন ॥ ৭১ ॥
তোমার দক্ষিণ-গমন শুনি' শচী 'আই'।
অদ্বৈতাদি ভক্ত সব আছে দুঃখ পাই' ॥ ৭২ ॥
একজন যাই' কহুক্ শুভ সমাচার।"
প্রভু কহে,—"সেই কর, যে ইচ্ছা তোমার ॥" ৭৩ ॥

মহাপ্রসাদ-সহ কৃষ্ণদাসকে গৌড়ে প্রেরণ ঃ—

তবে সেই কৃষ্ণদাসে গৌড়ে পাঠাইল।
বৈষ্ণব-সবাকে দিতে মহাপ্রসাদ দিল ॥ ৭৪ ॥

কৃষ্ণদাসের গৌড়যাত্রা ও নবদ্বীপে শচী-সহ সাক্ষাৎকার ঃ—

তবে গৌড়দেশে আইলা কালা-কৃষ্ণদাস।
নবদ্বীপে গেল তেঁহ শচী-আই-পাশ ॥ ৭৫ ॥

প্রণামান্তে সকলের নিকট প্রভুর সংবাদ-বর্ণন ঃ—

মহাপ্রসাদ দিয়া তাঁরে কৈল নমস্কার।
দক্ষিণ হৈতে আইলা প্রভু,—কহে সমাচার ॥ ৭৬ ॥

প্রভু-সংবাদ-শ্রবণে সকলেরই আনন্দ ঃ—

শুনিয়া আনন্দিত হৈল শচীমাতার মন।
শ্রীবাসাদি আর যত যত ভক্তগণ ॥ ৭৭ ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
অদ্বৈত-আচার্য্য-গৃহে গেলা কৃষ্ণদাস ॥ ৭৮ ॥

অদ্বৈত-গৃহে গমন ও প্রভুসংবাদ বর্ণন ঃ—

আচার্য্যেরে প্রসাদ দিয়া করি' নমস্কার।
সম্যক্ কহিল মহাপ্রভুর সমাচার ॥ ৭৯ ॥

অদ্বৈতের আনন্দ ও অন্যান্য গৌড়ীয় ভক্তের
সহর্ষে অদ্বৈত-সমীপে গমন ঃ—

শুনি' আচার্য্য-গোসাঞির আনন্দ হইল।
প্রেমাবেশে বহু নৃত্য-গীত-হুঙ্কার কৈল ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৭। অর্থাৎ, আমাকে 'আত্মীয়' বলিয়া জানিবেন,—'আত্মীয়' বলিয়া কৃপা করিবেন ; কোনও বিষয়ে সঙ্কোচ করিবার আবশ্যকতা নাই।

অনুভাষ্য

৬০। শিরে—নিজ নিজ মস্তকে।

৬২। কালা-কৃষ্ণদাস,—আদি, ১০ম পঃ ১৪৫ সংখ্যা ও মধ্য, ৭ম পঃ ৩৯ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

হরিদাস ঠাকুরের হৈল পরম আনন্দ।
বাসুদেব দত্ত, গুপ্ত মুরারি, সেন শিবানন্দ ॥ ৮১ ॥
আচার্য্যরত্ন, আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
আচার্য্যনিধি, আর পণ্ডিত গদাধর ॥ ৮২ ॥
শ্রীরাম পণ্ডিত আর পণ্ডিত দামোদর।
শ্রীমান্ পণ্ডিত, আর বিজয়, শ্রীধর ॥ ৮৩ ॥
রাঘবপণ্ডিত, আর আচার্য্য নন্দন।
কতেক কহিব আর যত ভক্তগণ ॥ ৮৪ ॥
শুনিয়া সবার হৈল পরম উল্লাস।
সবে মেলি' গেলা শ্রীঅদ্বৈতের পাশ ॥ ৮৫ ॥
আচার্য্যের সবে কৈল চরণ বন্দন।
আচার্য্য-গোঁসাই সবারে কৈল আলিঙ্গন ॥ ৮৬ ॥

আনন্দসূচক মহোৎসবানুষ্ঠান ঃ—

দিন দুই-তিন আচার্য্য মহোৎসব কৈল।
নীলাচল যাইতে আচার্য্য যুক্তি দৃঢ় কৈল ॥ ৮৭ ॥

শচীর আজ্ঞা লইয়া সকলের পুরী-যাত্রা ঃ—

সবে মেলি' নবদ্বীপে একত্র হঞা।
নীলাদ্রি চলিল শচীমাতার আজ্ঞা লঞা ॥ ৮৮ ॥

কুলীন-গ্রামবাসীর আগমন ও মিলন ঃ—

প্রভুর সমাচার শুনি' কুলীনগ্রামবাসী।
সত্যরাজ-রামানন্দ মিলিলা সবে আসি' ॥ ৮৯ ॥

খণ্ডবাসীর আগমন ও মিলন ঃ—

মুকুন্দ, নরহরি, রঘুনন্দন খণ্ড হৈতে।
আচার্য্যের ঠাঞি আইলা নীলাচল যাইতে ॥ ৯০ ॥

পরমানন্দ-পুরীর নবদ্বীপে আগমন ঃ—

সেকালে দক্ষিণ হৈতে পরমানন্দপুরী।
গঙ্গাতীরে-তীরে আইলা নদীয়া-নগরী ॥ ৯১ ॥

শচীগৃহে পুরীর ভিক্ষা ও অবস্থান ঃ—

আইর মন্দিরে সুখে করিলা বিশ্রাম।
আই তাঁরে ভিক্ষা দিল করিয়া সম্মান ॥ ৯২ ॥

পুরীর পুরী যাইতে ইচ্ছা ঃ—

প্রভুর আগমন তেঁহ তাঁহাঞি শুনিল।
শীঘ্র নীলাচল যাইতে তাঁর ইচ্ছা হৈল ॥ ৯৩ ॥

দ্বিজ কমলাকান্ত-সহ পুরীর পুরীগমন ঃ—

প্রভুর এক ভক্ত—'দ্বিজ কমলাকান্ত' নাম।
তাঁরে লঞা নীলাচলে করিলা প্রয়াণ ॥ ৯৪ ॥

প্রভুসহ পুরীর মিলন ঃ—

সত্বরে আসিয়া তেঁহ মিলিলা প্রভুরে।
প্রভুর আনন্দ হৈল পাঞা তাঁহারে ॥ ৯৫ ॥

প্রভুর প্রণাম, পুরীর আলিঙ্গন ঃ—

প্রেমাবেশে কৈল তাঁর চরণ বন্দন।
তেঁহ প্রেমাবেশে কৈল প্রভুরে আলিঙ্গন ॥ ৯৬ ॥

প্রভু ও পুরী, পরস্পরের প্রেমাকৃষ্ট হইয়া উভয়েরই পুরীতে অবস্থানেচ্ছা-প্রকাশ ঃ—

প্রভু কহে,—"তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা হয়।
মোরে কৃপা করি' কর নীলাদ্রি আশ্রয় ॥" ৯৭ ॥
পুরী কহে,—"তোমা-সঙ্গে রহিতে বাঞ্ছা করি'।
গৌড় হৈতে চলি' আইলাঙ নীলাচল-পুরী ॥ ৯৮ ॥

পুরীকর্ত্তৃক শচীর সংবাদ ও ভক্তগণের ভাবী আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন ঃ—

দক্ষিণ হৈতে শুনি' তোমার আগমন।
শচী আনন্দিত, আর যত ভক্তগণ ॥ ৯৯ ॥
সবে আসিতেছেন তোমারে দেখিতে।
তাঁ-সবার বিলম্ব দেখি' আইলাঙ ত্বরিতে ॥" ১০০ ॥

পুরীর কাশীমিশ্র-ভবনে স্থানপ্রাপ্তি ঃ—

কাশীমিশ্রের আবাসে নিভৃতে এক ঘর।
প্রভু তাঁরে দিল, আর সেবার কিঙ্কর ॥ ১০১ ॥

শ্রীদামোদর-স্বরূপের আগমন ও বৈশিষ্ট্য ঃ—

আর দিনে আইলা স্বরূপ দামোদর।
প্রভুর অত্যন্ত মর্ম্মী, রসের সাগর ॥ ১০২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৭। অন্তর—গোপনে বা দূরে গিয়া।

অনুভাষ্য

৮২। আচার্য্যনিধি—আদি, ১০ম পঃ ১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৯০। আদি, ১০ম পঃ ৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দনের বংশপ্রণালী মঞ্জুষা-সমাহৃতি ৫ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য। ইঁহারা অনেকে 'আনন্দ'-শব্দ-সংযুক্ত বিভিন্ন নামে অভিহিত। সাধারণতঃ 'আনন্দ'-শব্দযোগে তাঁহাদের নাম পাঠ্য।

অনুভাষ্য

৯২। আইর মন্দিরে—আর্য্যা শ্রীশচীমাতার গৃহে শ্রীমায়াপুরে।

৯৩। শ্রীমহাপ্রভু দক্ষিণ-দেশে ভ্রমণ করিয়া নীলাচলে প্রত্যাগমন করিয়াছেন,—এই সংবাদ তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত কালাকৃষ্ণদাসের নিকট হইতে শ্রীমায়াপুরেই শ্রীপরমানন্দপুরী জ্ঞাত হইলেন।

১০২। স্বরূপ-দামোদর—বৈদিক দশনামী সন্ন্যাসিগণের মধ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত এই বিধি দেখা যায় যে,—'তীর্থ'

তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম-পরিচয় ঃ—

'পুরুষোত্তম আচার্য্য' তাঁর নাম পূর্ব্বাশ্রমে ।
নবদ্বীপে ছিলা তেঁহ প্রভুর চরণে ॥ ১০৩ ॥

প্রভুর সন্ন্যাস দেখি' উন্মত্ত হঞা ।
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈল বারাণসী গিয়া ॥ ১০৪ ॥

সন্ন্যাস-গুরুর আদেশ ঃ—

'চৈতন্যানন্দ' গুরু তাঁর আজ্ঞা দিলেন তাঁরে ।
"বেদান্ত পড়িয়া পড়াও সমস্ত লোকেরে ॥" ১০৫ ॥

শ্রীদামোদর-স্বরূপের চরিত্র ঃ—

পরম বিরক্ত তেঁহ পরম পণ্ডিত ।
কায়মনে আশ্রিয়াছে শ্রীকৃষ্ণ-চরিত ॥ ১০৬ ॥

কৃষ্ণভজন-জন্যই তাঁহার সন্ন্যাস-গ্রহণ ঃ—

'নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ ভজিব' এই ত' কারণে ।
উন্মাদে করিল তেঁহ সন্ন্যাস গ্রহণে ॥ ১০৭ ॥

'স্বরূপ'-নামকরণ ঃ—

সন্ন্যাস করিলা শিখা-সূত্রত্যাগ-রূপ ।
যোগপট্ট না নিল, নাম হৈল 'স্বরূপ' ॥ ১০৮ ॥

পুরীতে আগমন ঃ—

গুরু-ঠাঞি আজ্ঞা মাগি' আইলা নীলাচলে ।
রাত্রিদিনে কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দ-বিহ্বলে ॥ ১০৯ ॥

স্বরূপের আচরণ ; নির্জ্জনে অবস্থান ঃ—

পাণ্ডিত্যের অবধি, বাক্য নাহি কারো সনে ।
নির্জ্জনে রহয়ে, লোক সব নাহি জানে ॥ ১১০ ॥

প্রভুর দ্বিতীয় বিগ্রহ ঃ—

কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা, দেহ—প্রেমরূপ ।
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ ॥ ১১১ ॥

দামোদর-স্বরূপই ভক্তিরস-সিদ্ধান্তের একমাত্র পরীক্ষক ঃ—

গ্রন্থ, শ্লোক, গীত কেহ প্রভু-পাশে আনে ।
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, প্রভু তাহা শুনে ॥ ১১২ ॥

প্রভুর অপ্রিয় বিষয় —

ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ, আর রসাভাস ।
শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ ১১৩ ॥

দামোদর-স্বরূপের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিষয়েই প্রভুর প্রীতি ঃ—

অতএব স্বরূপ গোসাঞি করে পরীক্ষণ ।
শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা'ন শ্রবণ ॥ ১১৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১০৮। পুরুষোত্তমাচার্য্য প্রভুর সন্ন্যাস দেখিয়া 'শিখাসূত্র-ত্যাগরূপ সন্ন্যাস' গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্ন্যাস-নাম 'স্বরূপ-দামোদর' হইল। যোগপট্ট লইবার যে প্রকরণ, তিনি তাহা স্বীকার করিলেন না ; কেননা, কোনপ্রকার আশ্রমাহঙ্কার বৃদ্ধি করিবার জন্য তাঁহার সন্ন্যাস ছিল না ; কেবল 'নিশ্চিন্ত হইয়া কৃষ্ণভজন করিব' এই মানসেই স্বীকৃত হইল।

অনুভাষ্য

ও 'আশ্রম'াখ্য দণ্ডিদ্বয়ের নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণার্থী হইলে দণ্ডী গুরুমহাশয় শিষ্যকে নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচারিগণের বিধানানুসারে 'ব্রহ্মচারী' সংজ্ঞা প্রদান করেন। নবদ্বীপবাসী শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যই 'দামোদর-স্বরূপ' নামে 'ব্রহ্মচারী'-আখ্যা লাভ করেন। সন্ন্যাসের যোগপট্ট-প্রাপ্তি ঘটিলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরই 'স্বরূপ'-উপাধির পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসোপাধি 'তীর্থ' হয়।

১০৫। চৈতন্যানন্দ—'চৈতন্যানন্দ ভারতী'—শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়-নাটক-টিপ্পনী।

১০৬। শ্রীকবিকর্ণপূর চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে লিখিয়াছেন—"সমস্তহানায় তুরীয়মাশ্রমং জগ্রাহ বৈরাগ্যবশেন কেবলম্। শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জ-পরাগ-রাগতস্তুচ্ছীচকারৈণমহো বহন্নপি।।"*

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১১। কৃষ্ণরস-তত্ত্ববেত্তা—তাঁহার দেহ সাক্ষাৎ প্রেমরূপ; তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ উদিত হইয়াছেন।

১১৩। ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ—অচিন্ত্যভেদাভেদই ভক্তি-সিদ্ধান্ত, ইহার বিরুদ্ধ যাহা, তাহাই 'ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ।' 'রসা-ভাস' অর্থাৎ রসের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, কিন্তু রস নয়। এই দুই প্রকার 'অভক্তি' হইতে বৈষ্ণবদিগের দূরে থাকা কর্ত্তব্য। কেননা, মায়াবাদাদি ভক্তিসিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-বাক্য শুনিতে শুনিতে জীবের পতন হয়। রসাভাস আলোচনা করিতে করিতে 'প্রাকৃত-সহজিয়া', 'বাউল' ও জড়রসাসক্ত হইয়া পড়ে। এই দোষে যাঁহারা দূষিত, তাঁহাদের সঙ্গ করিতে নিষেধ করিবার জন্য শ্রীমহাপ্রভু ভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ও রসাভাসকে দূরে রাখিবার প্রথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

১০৮। অষ্টশ্রাদ্ধ, বিরজা-হোম, শিখা-মণ্ডন, সূত্রত্যাগ প্রভৃতি সন্ন্যাসকৃত্য সমাপন করিয়া গুর্ব্বাহ্বান, যোগপট্ট, সন্ন্যাস-নাম ও দণ্ডাদির গ্রহণ অপেক্ষা না করায় নৈষ্ঠিক-ব্রহ্মচর্য্য-সূচক 'দামোদর স্বরূপ' নাম রহিয়া গেল।

১১৪। যাহাতে কৃষ্ণভজনের ব্যাঘাত হয়, সেই সব সিদ্ধান্তই

** কেবল বৈরাগ্যবশতঃ সমস্ত ত্যাগের উদ্দেশ্য তিনি চতুর্থ আশ্রম (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম-পরাগে অনুরাগ-বশতঃ ঐ বেষ বহন করিলেও তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করেন।*

চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও জয়দেবের পদ গান করিয়া প্রভুর প্রীত্যুৎপাদন ঃ—

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীতগোবিন্দ ।
এই তিন গীতে করা'ন প্রভুর আনন্দ ॥ ১১৫ ॥

দামোদর-স্বরূপের গুণ ঃ—

সঙ্গীতে—গন্ধর্ব্ব-সম, শাস্ত্রে—বৃহস্পতি ।
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥ ১১৬ ॥

সকল ভক্তেরই প্রিয়পাত্র ঃ—

অদ্বৈত-নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম ।
শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম ॥ ১১৭ ॥

মহাপ্রভুর দয়ার বৈশিষ্ট্য বর্ণনমুখে দামোদরের প্রণাম-শ্লোক ঃ—

সেই দামোদর আসি' দণ্ডবৎ হৈলা ।
চরণে ধরিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলা ॥ ১১৮ ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক (৮।১৪)—

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া ।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥ ১১৯ ॥

পরস্পর স্পর্শে প্রভু ও দামোদরস্বরূপ, উভয়ের প্রেম ঃ—

উঠাঞা মহাপ্রভু কৈল আলিঙ্গন ।
দুইজনে প্রেমাবেশে হৈল অচেতন ॥ ১২০ ॥

স্থির হইয়া গাঢ়প্রীতিভরে প্রভুর দামোদরস্বরূপকে অভিনন্দন ঃ—

কতক্ষণে দুই জনে স্থির যবে হৈলা ।
তবে মহাপ্রভু তাঁরে কহিতে লাগিলা ॥ ১২১ ॥
"তুমি যে আসিবে, আজি স্বপ্নেতে দেখিল ।
ভাল হৈল, অন্ধ যেন দুই নেত্র পাইল ॥" ১২২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৫। বিদ্যাপতি—মিথিলা-দেশস্থ প্রাচীন বৈষ্ণব কবি। চণ্ডীদাস—(বীরভূম-জিলায় সাকুল্লিপুর-থানার অধীনে) নান্নুর-গ্রামস্থ প্রাচীন বঙ্গীয়-বৈষ্ণব-কবিবিশেষ। শ্রীগীতগোবিন্দ—শ্রীজয়দেব-প্রণীত কৃষ্ণরসাশ্রিত সংস্কৃত গীতসমূহে পূর্ণ সুপ্রসিদ্ধ কাব্য।

১১৬। স্বরূপ-গোস্বামী গীতশাস্ত্রে ও সাধারণশাস্ত্রে বিশেষ পটু ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে গানবিদ্যায় পটু দেখিয়া পূর্ব্বেই 'দামোদর'-নাম দিয়াছিলেন। 'দামোদর'-নামসহ সন্ন্যাস-গুরুর প্রদত্ত 'স্বরূপ'-নাম সংযুক্ত হইয়া তাঁহার নাম 'দামোদর-স্বরূপ' হইয়াছিল। 'সঙ্গীতদামোদর'-নামে সঙ্গীত-শাস্ত্রের একখানি গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করিয়াছেন।

অনুভাষ্য

ভক্তিবিরুদ্ধ সুতরাং অশুদ্ধ। শুদ্ধভক্তগণ তাদৃশ সিদ্ধান্তকে অনুমোদন অথবা রসাভাসপরায়ণ বিরুদ্ধসিদ্ধান্তবিশিষ্ট জীবকে 'শুদ্ধভক্ত' বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। অশুদ্ধ সিদ্ধান্ত বা রসাভাস-পুষ্ট হইয়া যে-সকল কুমত জগতে চলিতেছে, লোকাপেক্ষাযুক্ত হইয়া সাধারণের নিকট আদর লাভ করিবার জন্য যাঁহারা ভক্তিবিরোধী অসৎসিদ্ধান্তকে আদর করেন , তাঁহারা 'গৌরগণ' বলিয়া অভিমান করিলেও শ্রীদামোদর-স্বরূপ গোস্বামী তাঁহাদিগকে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব' বলিয়া স্বীকার করেন না এবং শ্রীমহাপ্রভুর নিকটে যাইতে দেন না।

১১৯। হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, হেলোদ্ধূলিতখেদয়া (হেলয়া অবহেলয়া উদ্ধূলিতো দূরীকৃতঃ খেদো মনস্তাপো যয়া তয়া) বিশদয়া (নির্ম্মলতয়া সর্ব্বপ্রকাশিকয়া) প্রোন্মীলদামোদয়া (প্রকৃষ্টেন উন্মীলন্ প্রকাশমানঃ আমোদঃ পরমানন্দো যস্যাং সা

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৯। হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দূর করে, যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে, যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্রবিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণদ্বারা চিত্তের উন্মত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদনক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য-মর্য্যাদাদ্বারা তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়া আমার প্রতি উদিত হউক্।

অনুভাষ্য

তয়া) শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া (শাম্যন্ শাস্ত্রাণাং বিবাদঃ বাদপ্রতিবাদো যস্যাং সা তয়া) রসদয়া (মধুরাদি-রসং দদাতীতি রসদা তয়া) চিত্তার্পিতোন্মাদয়া (চিত্তে অর্পিতঃ উন্মাদঃ দেহাদৌ অনভি-নিবেশঃ, যদ্বা, প্রৌঢ়ানন্দাপদ্বিরহাদিজঃ হৃদ্ভ্রমঃ, দিব্যোন্মাদঃ ইত্যর্থঃ, যয়া সা তয়া) শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া (শশ্বৎ নিরন্তরং ভক্তিং বিনোদয়তি স্বভাবেন প্রেরয়তি যা তয়া) সমদয়া (মদঃ অনঙ্গ-বিক্রিয়াভরজঃ বিবেকহরঃ উল্লাসঃ, তেন সহিতয়া, 'শমদয়া' ইতি পাঠে তু—কৃষ্ণেতর-তৃষ্ণয়া রহিতয়া) মাধুর্য্যমর্য্যাদয়া (মাধুর্য্যাণাং মর্য্যাদা সীমা যস্যাং সা তয়া—বিশেষণে তৃতীয়া) তব অমন্দোদয়া (মন্দঃ কুণ্ঠঃ তদ্রহিতঃ অমন্দঃ নিঃশ্রেয়সং, তস্য উদয়ো যস্যাং সা) দয়া [ময়ি] ভূয়াৎ (ভবতু)।

ঔদার্য্যময় প্রেমবিগ্রহ ভগবান্ চৈতন্যচন্দ্র তিনপ্রকারে স্বীয় কারুণ্য সুকৃতিসম্পন্ন জীবকে বিতরণ করেন। জীব প্রাকৃত অভাবে বিমর্ষ হইয়া নানা উপায়দ্বারা ক্লেশ অপনোদন করিবার প্রয়াস করিয়া কৃতকার্য্য হয় না। ভগবানের দয়া জীবের আয়াসদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভগবৎকৃপায় জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধের বিকাশ হয়, তাহা হইলেই চিত্ত-খেদরূপ

স্বরূপের দৈন্যোক্তি ঃ—

স্বরূপ কহে,—"প্রভু, মোর ক্ষম' অপরাধ ।
তোমা ছাড়ি' অন্যত্র গেনু, করিনু প্রমাদ ॥ ১২৩ ॥
তোমার চরণে মোর নাহি প্রেম-লেশ ।
তোমা ছাড়ি' পাপী মুঞি গেনু অন্য-দেশ ॥ ১২৪ ॥
মুঞি তোমা ছাড়িল, তুমি মোরে না ছাড়িলা ।
কৃপা-পাশ গলায় বান্ধি' চরণে আনিলা ॥" ১২৫ ॥

নিতাইকে প্রণাম ও নিতাইর আলিঙ্গন ঃ

তবে স্বরূপ কৈল নিতাইর চরণ-বন্দন ।
নিত্যানন্দপ্রভু কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৬ ॥

অন্যান্য সকলভক্ত-সহ মিলন ঃ—

জগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর, সার্ব্বভৌম ।
সবা-সঙ্গে যথাযোগ্য করিল মিলন ॥ ১২৭ ॥

পরমানন্দ-পুরীকে বন্দনা ঃ—

পরমানন্দ পুরীর কৈল চরণ বন্দন ।
পুরী-গোসাঞি তাঁরে কৈল প্রেম-আলিঙ্গন ॥ ১২৮ ॥

যোগ্য বাসস্থান ও জনৈক কিঙ্কর-প্রাপ্তি ঃ—

মহাপ্রভু দিল তাঁরে নিভৃতে বাসাঘর ।
জলাদি-পরিচর্য্যা লাগি' দিল এক কিঙ্কর ॥ ১২৯ ॥

ভক্তবেষ্টিত প্রভু ঃ—

আর দিন সার্ব্বভৌম-আদি ভক্ত-সঙ্গে ।
বসিয়া আছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে ॥ ১৩০ ॥

গোবিন্দের আগমন ও নিজ-পরিচয়-প্রদান ঃ—

হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন ।
দণ্ডবৎ করি' কহে বিনয়-বচন ॥ ১৩১ ॥
"ঈশ্বরপুরীর ভৃত্য,—'গোবিন্দ' মোর নাম ।
পুরী-গোসাঞির আজ্ঞায় আইনু তোমার স্থান ॥ ১৩২ ॥
সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোসাঞি আজ্ঞা কৈল মোরে ।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিকটে যাই' সেবিহ তাঁহারে ॥ ১৩৩ ॥

গুরুভ্রাতা কাশীশ্বরের পরে আগমন-সম্ভাবনা-জ্ঞাপন ঃ—

কাশীশ্বর আসিবেন সব তীর্থ দেখিয়া ।
প্রভু-আজ্ঞায় মুঞি আইনু তোমা-পদে ধাঞা ॥" ১৩৪ ॥

প্রভুর দৈন্য ঃ—

গোসাঞি কহিল,—"পুরীশ্বর বাৎসল্য করে মোরে ।
কৃপা করি' মোর ঠাঞি পাঠাইলা তোমারে ॥" ১৩৫ ॥

গোবিন্দ-সম্বন্ধে সার্ব্বভৌমের প্রশ্ন ঃ—

এত শুনি' সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিল ।
"পুরী-গোসাঞি শূদ্র-সেবক কাঁহে ত' রাখিল ॥" ১৩৬ ॥

প্রভুর সদুত্তর-দান—ঈশ্বর বা শক্তিশালীর আচরণ ; স্নেহ-কৃপা ও মর্য্যাদার বৈশিষ্ট্য ঃ—

প্রভু কহে,—"ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র ।
ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র ॥ ১৩৭ ॥
ঈশ্বরের কৃপা জাতি-কুল নাহি মানে ।
বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিলা ভোজনে ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য

ধূলি অনায়াসে উড়িয়া যায়, সুতরাং হৃদয় নির্ম্মল হয়। তখন হৃদয়ে কৃষ্ণসেবাজনিত পরমানন্দ প্রকাশ পায়। শাস্ত্রসমূহের ব্যাখ্যা-ভেদে বিবাদসমূহ চিত্তে উদিত হইয়া নানা বাদ-প্রতিবাদ করে। ভগবৎকৃপা লাভ করিলেই লব্ধকৃপ হৃদয়টী ভগবদ্রসে উন্মত্ত হয় ; আবার কৃষ্ণরসপ্রদা মত্ততাও ভগবৎকৃপাবলেই উদিত হয় ; সুতরাং শাস্ত্রবিবাদ শান্তিলাভ করে। মাধুর্য্যমর্য্যাদা জীবকে নিরন্তর কৃষ্ণচরণে অবস্থিতি করায় এবং সৌভাগ্যবান্ জীব তৎকালে কেবল প্রেমভক্তিতেই প্রীতি লাভ করেন। কৃষ্ণকৃপা—নির্ম্মলা, রসদা ও স-মদা।

কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে হৃদয় নির্ম্মল হইলে অভাব-জনিত কোন খেদমল থাকে না। কৃষ্ণকৃপাবশতঃ রস লাভ করিলে শাস্ত্রবিবাদ প্রশমিত হইয়া ভক্তিসিদ্ধান্ত সুদৃঢ় হয়, সুতরাং চিত্ত কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত হয়। কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে শমতা লাভ করিয়া মাধুর্য্য-গৌরবে নিরন্তর ভক্তিতে বিনোদলাভ ঘটে।

জীব—প্রথমতঃ, ঈশবিমুখ বিষয়-খিন্ন ; দ্বিতীয়তঃ, ঈশানুসন্ধান-পর ও অবশেষে ভগবৎসেবারত । ভগবানের দয়ায় প্রথমতঃ তাঁহার অনর্থ-নিবৃত্তি, তজ্জনিত হৃদয়ের নির্ম্মলতা এবং হৃদয়-নির্ম্মলতার পরিণামে কৃষ্ণামোদের বিকাশ। ভগবানের দয়ায় জীবের মধ্যমতঃ ভক্তিসিদ্ধান্তলাভ ও তজ্জনিত রসাপ্তিতে প্রেমোন্মত্ততা-প্রাপ্তি ঘটে। ভগবানের দয়ায় শেষতঃ ভক্তিতে আনুরক্তি ও তজ্জনিত সর্ব্বত্র ভগবল্লীলার স্ফূর্ত্তিলাভ এবং স্ফূর্ত্তি হইতে মাধুর্য্য-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি। জীব কৃষ্ণকৃপায় নিবৃত্ততৃষ্ণ অর্থাৎ মুক্ত হইয়াও কৃষ্ণকীর্ত্তন-সেবাবশতঃ কৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র বিরাগ ও মুমুক্ষু হইলেও ভবরোগৌষধি লাভ করিলে মুমুক্ষা-ত্যাগ ও পরেশানুভূতি এবং বিষয়ী হইলেও কৃষ্ণকৃপাবলে শ্রবণ-মনোভিরাম হরিগুণানুবাদফলে বিষয়ভোগত্যাগান্তে শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হইতে পারেন। অতএব সকল সময়েই ভগবানের দয়াই আশ্রয়িতব্যা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৪। কাশীশ্বর ও গোবিন্দ,—দুইজনেই শ্রীঈশ্বরপুরীর সঙ্গে ছিলেন। কাশীশ্বর অন্যান্য তীর্থ ভ্রমণ করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে পরে আসিবেন। গোবিন্দ শ্রীঈশ্বরপুরীর সিদ্ধি-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই প্রভুর চরণ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

স্নেহ-সেবাপেক্ষা মাত্র শ্রীকৃষ্ণ-কৃপার ।
স্নেহবশ হঞা করে স্বতন্ত্র আচার ॥ ১৩৯ ॥
মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে ।
পরমানন্দ হয় যার নাম-শ্রবণে ॥" ১৪০ ॥

গোবিন্দকে আলিঙ্গন, গোবিন্দের সর্ব্বভক্ত-চরণ-বন্দন ঃ—

এত বলি' গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন ।
গোবিন্দ করিল সবার চরণ বন্দন ॥ ১৪১ ॥

ভট্টাচার্য্যকে প্রভুর গুরুভ্রাতার সেবা-গ্রহণের ঔচিত্যানৌচিত্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভু কহে,—"ভট্টাচার্য্য, করহ বিচার ।
গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য আপনার ॥ ১৪২ ॥
তাঁহারে আপন-সেবা করাইতে না যুয়ায় ।
গুরু-আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায় ॥" ১৪৩ ॥

সার্ব্বভৌমের উত্তর,—গুরু-আজ্ঞা অবশ্য পালনীয়া ঃ—

ভট্ট কহে,—"গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্ ।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে, শাস্ত্র—প্রমাণ ॥ ১৪৪ ॥

গুরু-আজ্ঞাপালনের পৌরাণিক দৃষ্টান্ত ঃ—
রঘুবংশ (১৪।৪৬)—

স শুশ্রুবান্মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ ।
প্রত্যগৃহীদগ্রজশাসনং তদাজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া ॥ ১৪৫ ॥

গুরুর আজ্ঞা-পালনেই জীবের নিঃশ্রেয়স-লাভ ঃ—
রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে (২৩।১০)—

নির্ব্বিচারং গুরোরাজ্ঞা ময়া কার্য্যা মহাত্মনঃ ।
শ্রেয়ো হ্যেবং ভবত্যাশ্চ মম চৈব বিশেষতঃ ॥" ১৪৬ ॥

গোবিন্দকে সেবকরূপে প্রভুর অঙ্গীকার ঃ—

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল অঙ্গীকার ।
আপন-শ্রীঅঙ্গ-সেবায় দিল অধিকার ॥ ১৪৭ ॥

সর্ব্ববৈষ্ণবের প্রিয়পাত্র গোবিন্দ ঃ—

প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি' সবে করে মান ।
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ১৪৮ ॥

তৎসঙ্গে ছোট ও বড় হরিদাস এবং রামাই-নন্দাই ঃ—

ছোট-বড়-কীর্ত্তনীয়া—দুই হরিদাস ।
রামাই-নন্দাই রহে গোবিন্দের পাশ ॥ ১৪৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৯। শ্রীকৃষ্ণকৃপার আর কিছু অপেক্ষা নাই, কেবল স্নেহ-সেবাকেই অপেক্ষা করে। সেবা দুই প্রকার,—স্নেহ-সেবা ও মর্য্যাদা-সেবা। যেস্থলে স্নেহসেবা, সেইস্থলেই কেবল কৃষ্ণকৃপা হইয়া থাকে। যেখানে মর্য্যাদা-সেবা, সেখানে কৃষ্ণকৃপা সহজ নয় ; কৃপায় জাতিকুলের বিচার থাকে না।

১৪২-১৪৩। গুরুর কিঙ্কর—সহজেই মাননীয়, তাঁহাকে নিজের সেবা করিতে দেওয়া উচিত নয়।

১৪৫। পিতৃ-আজ্ঞায় পরশুরামকর্ত্তৃক তন্মাতা (রেণুকা) শত্রুর ন্যায় নিহত হইয়াছিলেন—ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের আজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; যেহেতু গুরুবর্গের আজ্ঞা—অবিচারণীয়া।

১৪৬। মহাত্মা গুরুদেবের আজ্ঞা আমার নির্ব্বিচারপূর্ব্বকই অনুষ্ঠেয় ; ইহাতে আপনার শ্রেয়ঃ আছে, বিশেষতঃ আমারও শ্রেয়ঃ আছে।

১৪৮। সমাধান—সেবাকার্য্য।

অনুভাষ্য

১৩৭। শ্রীঈশ্বরপুরী—শ্রীমাধ্ববৈষ্ণব-সন্ন্যাসী। তিনি শূদ্র-বংশ্য দৈক্ষ-ব্রাহ্মণ গোবিন্দকে 'সেবক'রূপে কিরূপে স্বীয় শিষ্য করিয়াছিলেন?—ইহাই সার্ব্বভৌমের প্রশ্নের কারণ ছিল। স্মৃতি-মতে—ব্রাহ্মণ অপর-বর্ণকে শিষ্য বা সেবক-রূপে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ-গুরুর পাতিত্য হয়। ঈশ্বরপুরী সদাচারসম্পন্ন হইয়াও স্মৃতিবিহিত আদেশ কিরূপে লঙ্ঘন করিলেন? তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—"আমার গুরুদেব—'ঈশ্বর' অর্থাৎ জগতের প্রভু, সুতরাং তিনি সাধারণ-জীবের নিয়ামক স্মৃতির অধীন নহেন। ঈশ্বর অর্থাৎ সমর্থবান্ গুরুদেবের কৃপা কখনই বৈদিক-শাসনাধীন নহে।"

১৩৮। পরমেশ্বর জগদ্গুরু কৃষ্ণ জাতিকুলের লৌকিক বিচারকে স্তব্ধ করাইয়া বিদুরের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন। আমার প্রভুও কৃপা করিয়া গোবিন্দের শৌক্র-জন্মাদির বিচার পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবকে দৈক্ষ-বিপ্রযোগ্য জানিয়া দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক 'সেবক' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৪২-১৪৩। গুরুর প্রত্যেক সেবকই অপরাপর প্রত্যেক শিষ্যেরই মাননীয়। তাঁহাকে নিজ-সেবায় নিযুক্ত করা অযুক্ত হইলেও গুর্ব্বাদেশ-পালনের জন্য তাহা স্বীকার কিরূপে করা যাইবে, তদ্বিষয়ে বিচার কর।

১৪৫। ভার্গবেণ (জামদগ্ন্যেন) পিতুর্নিয়োগাৎ (জামদগ্ন্যা-দেশেন) মাতরি (রেণুকায়াং) দ্বিষদ্বৎ (শত্রুবৎ) প্রহৃতং (নিহতম্) ইতি সঃ (লক্ষ্মণঃ) শুশ্রুবান্ (শ্রুতবান্) ; তৎ অগ্রজশাসনং (সীতা-বনবাসরূপং স্বীয়াগ্রজস্য শ্রীরামচন্দ্রস্য আদেশং) প্রত্য-গ্রহীৎ (প্রতিপালিতবান্) ; হি (যতঃ) গুরূণাং আজ্ঞা অবিচারণীয়া (উচিতানুচিতাদি-বিচারানর্হা)।

১৪৬। ময়া মহাত্মনঃ গুরোঃ (পিতুঃ দশরথস্য) আজ্ঞা

গোবিন্দের সেবা-সৌভাগ্য ঃ—

গোবিন্দের সঙ্গে করে প্রভুর সেবন ।
গোবিন্দের ভাগ্যসীমা না যায় বর্ণন ॥ ১৫০ ॥

ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগমন ঃ—

আর দিনে মুকুন্দদত্ত কহে প্রভুর স্থানে ।
"ব্রহ্মানন্দ-ভারতী আইলা তোমার দরশনে ॥ ১৫১ ॥

প্রভুর মর্য্যাদা-জ্ঞান ঃ—

আজ্ঞা দেহ' যদি তাঁরে আনিয়ে এথাই ।"
প্রভু কহে,—"গুরু তেঁহ, যাব তাঁর ঠাঞি ॥" ১৫২ ॥

ভারতীসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

এত বলি' মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে ।
চলি' আইলা ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর আগে ॥ ১৫৩ ॥

ভারতীর মৃগচর্ম্ম-বসন-দর্শনে প্রভুর অসন্তোষ ঃ—

ব্রহ্মানন্দ পরিয়াছে মৃগচর্ম্মাম্বর ।
তাহা দেখি' প্রভু দুঃখ পাইলা অন্তর ॥ ১৫৪ ॥

প্রভুর ভারতীকে দর্শনসত্ত্বেও অদর্শন-ভাণ ঃ—

দেখিয়া ত' ছদ্ম কৈল যেন দেখে নাঞি ।
মুকুন্দেরে পুছে,—"কাঁহা ভারতী-গোসাঞি ??" ১৫৫ ॥
মুকুন্দ কহে,—"এই আগে দেখ বিদ্যমান ।"
প্রভু কহে,—"তেঁহ নহেন, তুমি অগেয়ান ॥ ১৫৬ ॥
অন্যেরে অন্য কহ, নাহি তোমার জ্ঞান ।
ভারতী-গোসাঞি কেনে পরিবেন চাম ??" ১৫৭ ॥

প্রভুর ব্যবহারে ভারতীর সুবুদ্ধি ঃ—

শুনি' ব্রহ্মানন্দ করে হৃদয়ে বিচারে ।
'মোর চর্ম্মাম্বর এই, না ভায় ইঁহারে ॥ ১৫৮ ॥

বাহ্যচিহ্ন-ধারণেই সংসার-মুক্তি-লাভ ঘটে না ঃ—

ভাল কহেন,—চর্ম্মাম্বর দম্ভ লাগি' পরি ।
চর্ম্মাম্বর-পরিধানে সংসার না তরি ॥ ১৫৯ ॥

ভারতীর বহির্ব্বাস-পরিধান ও প্রভুর প্রণাম ঃ—

আজি হৈতে না পরিব এই চর্ম্মাম্বর ।'
প্রভু বহির্ব্বাস আনাইল জানিয়া অন্তর ॥ ১৬০ ॥
চর্ম্মাম্বর ছাড়ি' ব্রহ্মানন্দ পরিল বসন ।
প্রভু আসি' কৈল তাঁর চরণ বন্দন ॥ ১৬১ ॥

প্রভুর প্রণাম-গ্রহণে ভারতীর আপত্তি ঃ—

ভারতী কহে,—"তোমার আচার লোক শিখাইতে ।
পুনঃ না করিবে নতি, ভয় পাঙ চিত্তে ॥ ১৬২ ॥

ভারতীর তত্ত্বদর্শন—প্রভু ও জগন্নাথকে অভেদ দর্শন ঃ—

সাম্প্রতিক 'দুই ব্রহ্ম' ইঁহা,—'চলাচল' ।
জগন্নাথ—অচল, তুমি—ব্রহ্ম সচল ॥ ১৬৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। ছদ্ম—ছল, কপট।

১৫৮। না ভায়—শোভা পায় না।

১৬৩। সাম্প্রতিক—বর্ত্তমানকালে, এই পুরুষোত্তমে 'চল' ও 'অচল', দুইটী ব্রহ্ম দেখিতেছি।

অনুভাষ্য

নির্ব্বিচারং কার্য্যা (পালনীয়া)। ভবত্যাশ্চ এবং হি বিশেষতঃ মম এব চ শ্রেয়ঃ।

১৫৪। ব্রহ্মানন্দ ভারতী শাঙ্কর-দশনামী সন্ন্যাসীর অন্যতম। মৃগচর্ম্ম বা তৃণবল্কলাদি বস্ত্র—ত্যক্তগৃহেরই পরিধেয়। (মনু-সং ৬ষ্ঠ অঃ)—"গ্রামাদরণ্যং নিঃসৃত্য নিবসেন্নিযতেন্দ্রিয়ঃ। বসীত চর্ম্মচীরং বা"; কুল্লুক-ভট্টকৃতা টীকা,—"মৃগাদিচর্ম্মবস্ত্রখণ্ডং বা আচ্ছাদয়েৎ।"*

১৫৯। লোকসংগ্রহের জন্য দম্ভের বশবর্ত্তী হইয়া চর্ম্মবস্ত্র পরিধান করিলেই যে সংসার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, এরূপ নহে;—মনু-সং ৬ষ্ঠ অঃ—"ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বু-প্রসাদকম্। ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি।।" কুল্লুক—"কতক-বৃক্ষস্য ফলং কলুষজলস্বচ্ছতাজনকং, তথাপি তন্নামোচ্চারণবশাৎ ন প্রসীদতি কিন্তু ফলপ্রক্ষেপেণ। এবং ন লিঙ্গধারণমাত্রম্ ধর্ম্ম-কারণম্।"*

১৬০। বহির্ব্বাস—কৌপীনের বহির্ভাগে পরিধেয় বস্ত্রখণ্ড।

১৬২। লোকশিক্ষার জন্যই তোমার আচার ; যদি তোমার অভিপ্রেত সদাচার আমি পালন না করি, তাহা হইলে তুমিই পুনরায় আমাকে নমস্কার না করিয়া উপেক্ষা করিবে,—এজন্য ভীত হইতেছি।

১৬৩। শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ—অচল-ব্রহ্ম এবং তুমি শ্রীচৈতন্য-

** গৃহত্যাগী ব্যক্তি গ্রাম হইতে অরণ্যে গমন করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিবেন এবং চর্ম্ম বা চীর পরিধান করিবেন। কুল্লুক-ভট্টকৃত টীকা—মৃগাদি-চর্ম্ম বা বস্ত্রখণ্ডদ্বারা আচ্ছাদন করণীয়।*

** 'কতক' বৃক্ষের ফল যদিও নির্ম্মল করে, কিন্তু ঐ ফলের নামগ্রহণদ্বারা জল নির্ম্মল হয় না। কুল্লুক-ভট্টকৃত টীকা—কতক-বৃক্ষের ফল মলিন-জলের স্বচ্ছতা আনয়ন করে। তাই বলিয়া 'কতক' 'কতক' এইরূপ নাম উচ্চারণবশতঃ জল নির্ম্মল হয় না—জলে ফল-স্থাপনের দ্বারাই হইয়া থাকে। সেইপ্রকার কেবল ধার্ম্মিক-চিহ্ন ধারণ করিলেই ধর্ম্ম করা হয় না।*

তুমি—গৌরবর্ণ, তেঁহ—শ্যামবরণ ।
দুই ব্রহ্ম কৈল সব জগৎ-তারণ ॥" ১৬৪ ॥

প্রভুর প্রত্যুত্তর ঃ—

প্রভু কহে,—"সত্য কহি, তোমার আগমনে ।
দুই ব্রহ্ম প্রকটিল শ্রীপুরুষোত্তমে ॥ ১৬৫ ॥
'ব্রহ্মানন্দ' নাম তুমি—গৌর-ব্রহ্ম 'চল' ।
শ্যামবর্ণ জগন্নাথ বসিয়াছেন 'অচল' ॥" ১৬৬ ॥

প্রভু ও ভারতী, উভয়ের বিচারে সার্ব্বভৌমের মধ্যস্থতা ঃ—

ভারতী কহে,—"সার্ব্বভৌম, মধ্যস্থ হঞা ।
ইঁহার সনে আমার 'ন্যায়' বুঝ' মন দিয়া ॥ ১৬৭ ॥

ভারতীর জীব-ব্রহ্ম বিচার ঃ—

'ব্যাপ্য'-'ব্যাপক'-ভাবে 'জীব'-'ব্রহ্মে' জানি ।
জীব—ব্যাপ্য, ব্রহ্ম—ব্যাপক, শাস্ত্রেতে বাখানি ॥১৬৮॥

স্বেচ্ছামত চালিত করায় ইচ্ছাশক্তির পরিচালক প্রভুই বিভু বা বিষ্ণু বা ব্রহ্ম, ভারতীই জীব ঃ—

চর্ম্ম ঘুচাঞা কৈল আমারে শোধন ।
দোঁহার ব্যাপ্য-ব্যাপকত্বে, এই ত' কারণ ॥ ১৬৯ ॥

মহাভারতে দানধর্ম্ম ১৪৯, বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্র (৯২, ৭৫)—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ ॥ ১৭০ ॥

প্রভুতেই উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য নিহিত ঃ—

এইসব নামের ইঁহ হয় নিজাস্পদ ।
চন্দনাক্ত প্রসাদ-ডোর—দ্বিভুজে অঙ্গদ ॥" ১৭১ ॥

সার্ব্বভৌমের মীমাংসা,—ভারতীর জয় এবং প্রভুর পরাজয়-স্বীকার ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"ভারতী, দেখি তোমার জয় ।"
প্রভু কহে,—"যেই কহ, সেই সত্য হয় ॥ ১৭২ ॥

গুরুতুল্য ভারতীর নিকট শিষ্যস্থানীয় প্রভুর পরাজয়-স্বীকার ঃ—

গুরু-শিষ্য-ন্যায়ে শিষ্যের সত্য পরাজয় ।"
ভারতী কহে,—"এ নহে, অন্য হেতু হয় ॥ ১৭৩ ॥

ভারতীর প্রত্যুক্তি—ভক্তের নিকট ভগবানের পরাজয় ঃ—

ভক্ত ঠাঞি হার' তুমি,—এ তোমার স্বভাব ।
আর এক শুন তুমি আপন প্রভাব ॥ ১৭৪ ॥

প্রভুর অলৌকিক-মহিমা-বর্ণন,—ভারতীর নির্ব্বিশেষ-বিচার চিদ্বিলাসে পর্য্যবসিত ঃ—

আজন্ম করিনু মুঞি 'নিরাকার'-ধ্যান ।
তোমা দেখি' 'কৃষ্ণ' হৈল মোর বিদ্যমান ॥ ১৭৫ ॥

প্রভু-কৃপায় ভারতীয় কৃষ্ণভক্তি লাভ ঃ—

কৃষ্ণনাম স্ফুরে মুখে, মনে নেত্রে কৃষ্ণ ।
তোমাকে তদ্রূপ দেখি' হৃদয়—সতৃষ্ণ ॥ ১৭৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৭-১৬৯। ইঁহার সহিত আমার বিচার মন দিয়া শুন। ব্রহ্ম—ব্যাপক অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক ; জীব—অণু অর্থাৎ ব্রহ্মের দ্বারা ব্যাপ্য। যিনি চর্ম্ম ঘুচাইয়া আমাকে শোধন করিলেন, তিনি—ব্যাপক এবং আমি—ব্যাপ্য। এস্থলে ব্রহ্মানন্দ-ভারতীরূপ আমি কিংবা কৃষ্ণচৈতন্যরূপ উনিই 'ব্রহ্ম' হইলেন, তাহা বিচার করিয়া দেখ।

অনুভাষ্য

মহাপ্রভু—সচল-ব্রহ্ম। তোমরা দুইজনই মায়াধীশ চলাচল-ব্রহ্মবস্তুস্বরূপে এক্ষণে শ্রীপুরুষোত্তমে বিরাজমান।

১৭০। আদি, ৩য় পঃ ৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৪। শিষ্যবাক্যের সত্যতা থাকিলেও গুরুবাক্যই শিষ্যের উপর জয়লাভ করে। গুরুবাক্য সর্ব্বকালেই শিষ্যবাক্যাপেক্ষা অধিক আদরণীয়। মহাপ্রভু বলিলেন যে, উক্ত ন্যায়মতে ব্রহ্মানন্দ ভারতীই গুরু এবং মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আপনাকে তাঁহার শিষ্যাভিমান করায় ব্রহ্মানন্দের বাক্য জয়লাভ করিল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ এক্ষেত্রে মহাপ্রভুর কথিত গুরু-শিষ্য-ন্যায়াবলম্বনকেই

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭১। 'সুবর্ণবর্ণঃ'-শ্লোকে যে-সকল নাম আছে, তাহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই আস্পদ অর্থাৎ উহা তাঁহাতেই স্থান পাইয়াছে। চন্দনমাখা প্রসাদ-ডোর—ইঁহার দুই বাহুতে বলয়স্বরূপ।

অনুভাষ্য

তাঁহার পরাজয়ের হেতু বলিয়া স্বীকার করিলেন না ; তাঁহার অন্য একটী হেতু আছে—বলিলেন। ভগবান্ ভক্তের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন,—ইহাই ভগবত্তার স্বভাব ; যথা ভীষ্মবাক্য (ভাঃ ১।৯।৩৪)—"স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞামৃত-মধিকর্ত্তুমবপ্লুতো রথস্থঃ। ধৃতরথচরণোঽভ্যয়াচ্চলদ্গুর্হরিরিব হন্তুমিভং গতোত্তরীয়ঃ।।"*

১৭৫-১৭৭। আমি জীবনাবধি নিরাকার-ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ ছিলাম, তোমার সাক্ষাৎকার-ফলে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আমার সম্মুখে উদিত হইয়াছেন ; আমার মুখে ও মনে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইতেছেন এবং নেত্রে কৃষ্ণদর্শন হইতেছে। আবার, তোমাতে কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া হৃদয়ও তৃষ্ণান্বিত হইয়াছে। ঠাকুর বিল্বমঙ্গল পূর্ব্বজীবনে অদ্বৈতবাদী নিরাকার-ব্রহ্মধ্যানপর

** শ্রীভীষ্মদেব বলিলেন,—'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে আমি অস্ত্রধারণ করিব না'—এই নিজ-প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার তাঁহাকে অস্ত্র ধারণ করাইবার প্রতিজ্ঞাই সত্য করিবার জন্য রথ হইতে নামিয়া চক্রধারণপূর্ব্বক উত্তরীয়-বিহীন হইয়াই আমাকে বধ করিবার জন্য চলিয়াছিলেন।*

বিল্বমঙ্গলের সহিত তুলনা ঃ—

বিল্বমঙ্গল কৈল যৈছে দশা আপনার ।
ইঁহা দেখি' সেই দশা হইল আমার ॥" ১৭৭ ॥

কৃষ্ণের ইচ্ছামাত্রেই কর্ম্ম ও জ্ঞান-নিষ্ঠার ধ্বংস ঃ—

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গলবাক্য ঃ—

অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দসিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন ॥১৭৮॥

প্রভুর ভারতীকে 'মহাভাগবত' বলিয়া প্রশংসা ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেমা হয় ।
যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হয় ॥ ১৭৯ ॥

সার্ব্বভৌমের কৃষ্ণকৃপা-মহিমা-ব্যাখ্যা ঃ—

ভট্টাচার্য্য কহে,—"তোমার হয় সত্য বচন ।
আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দরশন ॥ ১৮০ ॥

ভক্তের প্রেমসেবা ও ভগবানের কৃপাই পরস্পরের মিলন বা যোগসূত্র ঃ—

প্রেম বিনা কভু নহে তাঁর সাক্ষাৎকার ।
ইঁহার কৃপাতে হয় দরশন ইঁহার ॥" ১৮১ ॥

বাহ্য-জীবাভিমান-হেতু প্রভুর সার্ব্বভৌম-বাক্যে অনাদর ঃ—

প্রভু কহে,—"'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', কি কহ সার্ব্বভৌম ।
'অতিস্তুতি' হয় এই নিন্দার লক্ষণ ॥" ১৮২ ॥

ভারতীকে সঙ্গে লইয়া প্রভুর স্ব-স্থানে আগমন ঃ—

এত বলি' ভারতীরে লঞা নিজ-বাসা আইলা ।
ভারতী-গোসাঞি প্রভুর নিকটে রহিলা ॥ ১৮৩ ॥

প্রভুর ঐকান্তিক ভক্ত—(১) রামভদ্র ও (২) ভগবান্ ঃ—

রামভদ্রাচার্য্য, আর ভগবান্ আচার্য্য ।
প্রভুপদে রহিলা দুঁহে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥ ১৮৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭৮। অদ্বৈতমার্গের পথিকগণদ্বারা উপাস্য, আর আত্মানন্দ-সিংহাসন হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াও আমি কোন গোপবধূ-লম্পট শঠ-কর্ত্তৃক হঠক্রমে দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি।

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

ছিলেন, পরে কৃষ্ণভক্ত হইয়া নিজকথা ব্যক্ত করিয়াছেন, আমারও অদ্য সেই দশা ঘটিল।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে,—"কৈবল্যং নরকায়তে *** যৎ-কারুণ্যকটাক্ষবৈভববতাং তং গৌরমেব স্তুমঃ", "ধিক্কুর্ব্বন্তি চ ব্রহ্মযোগবিদুষস্তং গৌরচন্দ্রং নুমঃ" ; "তাবদ্ ব্রহ্মকথা বিমুক্ত-পদবী তাবন্ন তিক্তীভবেত্তাবচ্চাপি বিশৃঙ্খলত্বময়তে নো লোক-বেদস্থিতিঃ। তাবচ্ছাস্ত্রবিদাং মিথঃ কলকলো নানা-বহির্ব্বর্ত্মসু শ্রীচৈতন্যপদাম্বুজপ্রিয়জনো যাবন্ন দৃগ্‌গোচরঃ।।" "গৌরশ্চৌরঃ সকলমহরৎ কোঽপি মে তীব্রবীর্য্যঃ।।"*

১৭৮। অদ্বৈতবীথিপথিকৈঃ (অদ্বৈতং স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিতম্ এব বীথী পন্থাঃ তস্যাং যে পথিকাঃ কেবলাদ্বৈতবাদিনঃ তৈঃ নিরাকারব্রহ্মবাদিভিঃ) উপাস্যাঃ (পূজনীয়াঃ) স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ (আত্মানন্দ এব সিংহাসনম্ উচ্চপীঠঃ তস্মিন্ লব্ধা প্রাপ্তা দীক্ষা যৈঃ, এবম্ভূতাঃ যোগমার্গরতাঃ) বয়ং (অহং—গৌরবে বহুবচনং) কেনাপি শঠেন (কপটেন) গোপবধূবিটেন (গোপীলম্পটেন নন্দনন্দনেন) হঠেন (বলাৎকারেণ) দাসীকৃতাঃ (স্বদাস্যে নিযুক্তা ইত্যেকবচনেনৈব বোদ্ধব্যম্)।

১৭৯-১৮১। শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—তুমি ব্রহ্মানন্দ-ভারতী—প্রেমময় মহাভাগবত, সুতরাং সর্ব্বত্র তোমার কৃষ্ণদর্শন হইবে, ইহাতে আর সন্দেহ কি? ভট্টাচার্য্য উভয়ের মধ্যে মধ্যস্থ হইয়া বলিলেন,—মহাভাগবত ব্রহ্মানন্দ ভারতীর যে কৃষ্ণদর্শন হইয়াছে—মহাপ্রভুর এই বাক্যও সত্য, যেহেতু কৃষ্ণ মহাভাগবতের সম্মুখে সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া থাকেন, কিন্তু ভক্তের প্রেমাধিক্য ব্যতীত তাদৃশ সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী 'ইঁহার'-শব্দের অর্থ—শ্রীমহাপ্রভুর কৃপায় ; পরবর্ত্তী 'ইঁহার'-শব্দের অর্থ—ব্রহ্মানন্দ ভারতীর ; দর্শন অর্থাৎ কৃষ্ণদর্শন হইয়াছে ;—"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি"—(ব্রহ্মসংহিতা ৫ম অঃ)।

১৮২। মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের বাক্যে লজ্জিত হইয়া 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' শব্দ উচ্চারণ করিয়া বলিলেন যে, কোন ব্যক্তিকে অতি-স্তুতি করিলে বস্তুতঃ তাঁহাকে নিন্দা করাই হয়।

** 'যাঁহার কৃপাকটাক্ষ-সম্পদে সম্পত্তিশালী সেই গৌরভক্তগণের নিকট কৈবল্যরূপা মুক্তি নরকতুল্য বলিয়া প্রতীত হয়, সেই শ্রীগৌর-সুন্দরকে আমরা স্তব করি।' 'যাঁহার পাদপদ্মক্ষরিত উজ্জ্বল প্রেমানন্দময় অদ্ভুত অমৃতরস পান করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে ধিক্কার করিয়া থাকেন, সেই শ্রীগৌরহরিকে আমরা বন্দনা করি।' 'সেকাল পর্য্যন্তই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম-আলোচনা চলিতে থাকে, সেকাল পর্য্যন্তই ঈশ্বর-সাযুজ্যাদি মুক্তিমার্গ তিক্ত বোধ হয় না, সেকাল পর্য্যন্তই লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডসকল বিশৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হয় না (অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে থাকে), সেকাল পর্য্যন্তই নানা বহির্ম্মুখ মার্গে ধাবমান্ পণ্ডিতম্মন্যগণের পরস্পর বাদবিসম্বাদ ঘটিয়া থাকে, যেকাল পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যচরণ-কমলপ্রিয় গৌরভক্তগণ দৃষ্টিগোচর না হয়।' 'কোনও এক অমিতপ্রভাব গৌরবিগ্রহধারী চৌর আমার সকল (কুণ্ঠা-স্বভাব) অপহরণ করিয়াছেন।'*

কাশীশ্বরের আগমন ঃ—

কাশীশ্বর গোসাঞি আইলা আর দিনে ।
সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ-স্থানে ॥ ১৮৫ ॥

বলবান্ কাশীশ্বরের প্রভুসেবায় বলের সদ্ব্যবহার ঃ—

প্রভুকে লঞা করা'ন ঈশ্বর দরশন ।
লোক-ভিড় আগে সব করি' নিবারণ ॥ ১৮৬ ॥

প্রভুসহ সমগ্রভক্তের মিলনের উপমা ঃ—

যত নদ নদী যৈছে সমুদ্রে মিলয় ।
ঐছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাঁহা তাঁহা হয় ॥ ১৮৭ ॥
সবে আসি' মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে ।
প্রভু কৃপা করি' সবায় রাখিল নিজ-স্থানে ॥ ১৮৮ ॥

প্রভু-ভক্ত-মিলন-সংবাদ-বর্ণন-সমাপন ঃ—

এই ত' কহিল প্রভুর বৈষ্ণব-মিলন ।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্য-চরণ ॥ ১৮৯ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৯০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে বৈষ্ণবমিলনং নাম দশম পরিচ্ছেদঃ।

অনুভাষ্য

১৮৪-১৮৫। রামভদ্রাচার্য্য,—আদি ১০ম পঃ ১৪৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভগবান্ আচার্য্য—আদি, ১০ম পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

কাশীশ্বর—আদি, ৮ম পঃ ৬৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

মুরারি-কড়চা—"অথ ভক্তগণাঃ সর্ব্বে যে যে গৌড়নিবাসিনঃ। গন্তুমিচ্ছন্তি গৌরাঙ্গদর্শনায় নীলাচলম্।। শ্রীকাশীশ্বর-গোস্বামী" ইত্যাদি।

ইতি অনুভাষ্যে দশম পরিচ্ছেদ।

❀❀❀
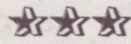
একাদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—সার্ব্বভৌম প্রতাপরুদ্রকে মহাপ্রভুর সহিত মিলন করাইবার চেষ্টা করিলে, মহাপ্রভু তাহা অস্বীকার করিলেন। রামানন্দ-রায় পুরুষোত্তমে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজার বহুবিধ বৈষ্ণবগুণ ব্যাখ্যা করিলে প্রভুর চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইল। সার্ব্বভৌমের নিকট রাজা নিজের দৈন্য-প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। সার্ব্বভৌম রাজাকে মহাপ্রভুর চরণ-দর্শনের একটী উপায় বলিয়া দিলেন। অনবসরকাল উপস্থিত হইলে ভগবদ্দর্শনবিরহে ব্যাকুল হইয়া মহাপ্রভু আলালনাথে গেলেন, কিছুপরে গৌড় হইতে ভক্তসকল আসিতেছেন শুনিয়া মহাপ্রভু পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তগণের আসিবার সময়, স্বরূপ ও গোবিন্দ প্রভু-দত্ত মালা লইয়া তাঁহাদিগকে আনিতে গেলেন। রাজা অট্টালিকা হইতে বৈষ্ণবাগমন দেখিতে লাগিলেন। সার্ব্বভৌমের ইচ্ছামতে শ্রীগোপীনাথাচার্য্য ঐ সকল বৈষ্ণবের পরিচয় দিলেন। সার্ব্বভৌমের সহিত রাজার শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণত্ব ও সমাগত-বৈষ্ণবদিগের ক্ষৌরোপবাস পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রসাদান্নসেবন-সম্বন্ধে অনেক বিচার উপস্থিত হইল। তদনন্তর রাজা বৈষ্ণবদিগের বাসাবাটী ও প্রসাদান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। মহাপ্রভু বাসুদেব-দত্তাদি বৈষ্ণবগণের সহিত অনেক আনন্দজনক কথোপকথন করিলেন। হরিদাসের দৈন্য দেখিয়া টোটা-মধ্যে তাঁহাকে একটী নিভৃত স্থান দিলেন এবং হরিদাসের মহিমা বলিলেন। তাহার পর জগন্নাথের মন্দিরে চারি-সম্প্রদায় বিভাগপূর্ব্বক মহাসঙ্কীর্ত্তন হইল। (অতঃপর) বৈষ্ণবগণ প্রভুর আজ্ঞায় নিজ-নিজ-স্থানে গমন করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

নৃত্যশীল গৌরকর্ত্তৃক বিশ্বকে প্রেমবন্যায় নিমজ্জন ঃ—

অত্যুদ্দণ্ডং তাণ্ডবং গৌরচন্দ্রঃ
কুর্ব্বন্ ভক্তৈঃ শ্রীজগন্নাথগেহে ।
নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ স্বধাম্না
চক্রে বিশ্বং প্রেমবন্যা-নিমগ্নম্ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুসমীপে কিছু নিবেদনেচ্ছা ঃ—

আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভুস্থানে ।
"অভয়-দান দেহ' যদি, করি নিবেদনে ॥" ৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। শ্রীজগন্নাথের গৃহে ভক্তগণের সহিত নানাভাবে অলঙ্কৃত-

অনুভাষ্য

১। নানাভাবালঙ্কৃতাঙ্গঃ (বিবিধভাবাভরণমণ্ডিতদেহঃ)